ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ২৩-৪২
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4202

পাল যুগের তাম্রশাসনে রাজপাদোপজীবী ও সমকালীন রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থায় এদের ভূমিকা

ড. রাজপতি দাশ
সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: All the copperplate inscriptions of the Pala era are related to land grants. A long list of royal officials is found in almost every one of these copperplates. The list includes the titles of everyone from the highest administrative officers of the state to the lowest-ranking royal servant, and all of them are collectively termed as 'Rajapādopajīvī'. Apart from this, the list also includes the presence of some local dignitaries who were involved in local governance. In the lists, these royalists are not only mentioned in detail, from the director of the state administration to the servant class, all of them are mentioned in the same platform, giving them a place of honor. The descriptions of these officials in the inscriptions of Pala era provide significant insights into the administrative system of that time. Moreover, the inscriptions also provide evidence that many of these royal officials were directly involved in the administrative duties of the state. These officials were the main driving force behind the administration of the Pala state or the contemporary regional states. This article sheds light on how these royal officials mentioned in the Pala era inscriptions were involved in various departments of the central and provincial state apparatus and managed the state administration.

Key Words: Pala Era, Copperplate Inscription, Royal Officials, State Administration.

ভূমিকা

পাল যুগে উৎকীর্ণ ভূমিদান সংক্রান্ত অধিকাংশ লিপিতেই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত বেশ কিছু রাজকর্মচারীর পদোপাধি-সম্বলিত একটি তালিকা পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে উৎকীর্ণ এসব তালিকায় উল্লিখিত রাজকর্মচারীদের পদোপাধি প্রায় একই ধরনের। তালিকায় রাজকর্মচারীদের অবস্থানগত বিন্যাসও প্রায় একই। শুধু পার্থক্য হলো কোনো তাম্রশাসনে রাজপুরুষদের তালিকাটি সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত। বেশ কিছু পদোপাধিযুক্ত রাজকর্মচারীর উল্লেখ করার পরও তালিকায় যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'অন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্'। অর্থাৎ অন্যান্য যাদের কথা কীর্তিত বা উল্লিখিত হয়নি তাদেরকেও সেখানে নির্দেশ করা হয়েছে। পাল যুগের তাম্রশাসনে দেখা যায়, এ যুগে আঞ্চলিক শাসকগণও পাল শাসকদের ন্যায় তাঁদের রাজ্যে ভূমিদান প্রক্রিয়া এবং এর অংশ হিসেবে তাম্রশাসন জারি করেছিলেন। তাম্রশাসনগুলোতেও ঠিক

একই নিয়মে বেশ কিছু রাজকর্মচারীর পদোপাধিযুক্ত তালিকা বিদ্যমান। পাল যুগের তাম্রশাসনোক্ত তালিকায় রাজকর্মচারীদের পদোপাধিগুলো পর্যালোচনা করলে তৎকালীন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া লিপিগুলোর বিভিন্ন স্থানে তালিকাভুক্ত বেশ কিছু রাজপুরুষের রাষ্ট্রপরিচালনায় রাজাকে উপদেশ, পরামর্শ প্রভৃতি প্রদান কিংবা শাসনকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ বিষয়েও যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন পদবিযুক্ত এই রাজকর্মচারীরাই ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি। রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাসনবিভাগের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এই সকল রাজকর্মচারী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া তাম্রশাসনসমূহে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রের প্রান্তিক পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি হিসেবে এরা রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতেন।

রাজপাদোপজীবী-তালিকা

পাল যুগের তাম্রশাসনোক্ত রাজপাদোপজীবী সম্পর্কে এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য তৎকালীন বিভিন্ন শাসনপত্রে রাজপাদোপজীবীদের যে তালিকা উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলো থেকে ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনের তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। তালিকাটি নিম্নরূপ,

> *এষু চতুরুষু(চতুর্ষু) গ্রামেষু সমুপগতান্ সর্বানেব রাজরাজনক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-*
> *সেনাপতি-বিষয়পতি-ভোগপতি-ষষ্ঠাধিকৃত-দণ্ডশক্তি-দণ্ডপাশিক-চৌরোদ্ধরণিক-*
> *দৌস্‌সাধসাধনিক-দূত-খোল-গমাগমিকাভিত্বরমাণ-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ-*
> *নাকাধ্যক্ষ-বলাধ্যক্ষ-তরিক-শৌল্কিক-গৌল্মিক-তদাযুক্তক-বিনিযুক্তকাদি*
> *রাজপাদোপজীবিনো-ন্যাংশ্চাকীর্ত্তিতান্ চাটভটজাতীয়ান্ যথাকালাধ্যাসিনো*
> *জ্যেষ্ঠকায়স্থ-মহামহত্তর-মহত্তর-দাশগ্রামিকাদি-বিষয়ব্যবহারিণঃ সকরণান্ প্রতিবাসিতঃ*
> *ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণ-মাননাপূর্ব্বকং যথার্হ মানয়তি বোধয়তি সমাজ্ঞাপয়তি চ।*[১]

অর্থাৎ এই গ্রামচতুষ্টয়ে সুবিদিত [সমুপগত] রাজ-রাজনক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, সেনাপতি, বিষয়পতি, ভোগপতি, ষষ্ঠাধিকৃত, দণ্ডশক্তি, দণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক, দৌস্‌সাধসাধনিক, দূত, খোল, গমাগমিক, অভিত্বরমাণ, হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গো-অধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, অজাধ্যক্ষ, অবিকাধ্যক্ষ, নাবাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, তরিক, শৌল্কিক, গৌল্মিক, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি রাজপাদোপজীবিসকল, - এবং অকথিত আরও চাটভটজাতীয় যথাকালবাস্তব্য লোকসকল; জ্যেষ্ঠকায়স্থ, মহামহত্তর দাশগ্রামিক প্রভৃতি বিষয় ব্যবহারী সকল; করণ ও প্রতিবাসী ক্ষেত্রকর সকল, ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ সম্মানপূর্ব্বক [অর্থাৎ অগ্রে ব্রাহ্মণের সম্মান করিয়া, পরে ইহাদিগকে যথাযোগ্যভাবে সম্মান করিয়া,] জানাইতেছেন ও আজ্ঞা করিতেছেন যে, - আপনাদিগের সম্মতি হউক,-----।

ধর্মপালদেবের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রপট্টলিপির তালিকায় রাজপাদোপজীবীদের বিবরণ প্রায় খালিমপুর লিপির মতো। তালিকায় উল্লিখিত রাজপুরুষদেরকে 'রাজপাদোপজীবিনো' এর পরিবর্তে বলা হয়েছে 'রাজপাদপ্রসাদোপজীবিনো'।[২] ধর্মপালের নালন্দা পাত্রে উৎকীর্ণ রাজপুরুষদের তালিকাটি আরও সুদীর্ঘ। এ তালিকায় খালিমপুর লিপিতে উল্লিখিত রাজোপাধির পাশাপাশি বেশ কিছু নতুন রাজোপাধির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তালিকায় উল্লিখিত রাজপুরুষদেরকে বলা হয়েছে 'স্বপাদপদ্মোপজীবিনঃ'।[৩] তালিকাটিতে খালিমপুর লিপি হতে ভিন্ন যে সমস্ত নতুন রাজোপাধির পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলো হল- *মহাকার্ত্তাকৃতিক*, *মহাদণ্ডনায়ক*, *মহাপ্রতিহার*, *মহাসামন্ত*, *মহারাজ*, *প্রমাতৃ*, *সরভঙ্গ*, *কুমারামাত্য*, *রাজস্থানীয়*, *উপরিক*, *দশাপরাধিক*, *দাণ্ডিক*, *ক্ষেত্রপ*, *প্রান্তপাল*, *কিশোর*, *বড়বা*, *দূতপ্রৈষণিক*, *গমাগমিক*, *অভিত্বরমাণক*, প্রভৃতি। এছাড়া *গৌড়*, *মালব*, *খস*, *কুলিক*, *হুণ* প্রভৃতি সম্পর্কেও উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লিখিত লিপিগুলো ছাড়াও মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর লিপি,[৪] দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর লিপি[৫], নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি[৬], দেবপালের মুঙ্গের লিপি[৭], প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপি[৮], তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলোয়া লিপি[৯], মদনপালের মনহলি লিপি[১০] প্রভৃতি লিপিতেও প্রায় একই ধরনের রাজকর্মচারীদের তালিকা বিদ্যমান।

পাল যুগের তাম্রশাসনসমূহে দেখা যায়, এ যুগে আঞ্চলিক শাসকগণও পাল শাসকদের ন্যায় তাঁদের রাজ্যে ভূমিদান প্রক্রিয়া এবং এর অংশ হিসেবে তাম্রশাসন জারি করে চলেছেন। এ তাম্রশাসনগুলোতেও ঠিক একই নিয়মে বেশ কিছু রাজকর্মচারীর তালিকা বিদ্যমান। যেমন, কম্বোজরাজ নয়পালের ইর্দা তাম্রলিপি[১১], শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রলিপি[১২], ভোজবর্মনের বেলাভ তাম্রলিপি[১৩] প্রভৃতি লিপির তালিকা উল্লেখযোগ্য। এসব তালিকা পাল যুগে বাংলার আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ।

উল্লিখিত তাম্রশাসনোক্ত রাজপাদোপজীবীদের তালিকাগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায়, পাল শাসনামলে বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার সাথে প্রচুর সংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োজিত থাকতেন যাঁরা 'রাজপাদোপজীবী' শ্রেণি হিসেবে অভিহিত হয়েছেন। তালিকাগুলোতে এই রাজপাদোপজীবীদের পাশাপাশি অপর এক শ্রেণির লোকের উল্লেখ করা হয়েছে, যাঁরা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে বিশেষ প্রয়োজনে আহূত হলে রাজপুরুষদের সহায়তা করতেন। এ শ্রেণিতে রয়েছেন, *মহামহত্তর* বা বৃহৎ ভূস্বামীর দল, মহত্তর অর্থাৎ ক্ষুদ্র ভূস্বামীর দল, কুটুম্ব বা সাধারণ গৃহস্থ বা ভূমিবান প্রজা প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে জ্যেষ্ঠকায়স্থ, দাশগ্রামিক, করণ প্রভৃতি। নীহাররঞ্জন রায় এদেরকে রাষ্ট্রসেবক শ্রেণি হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৪] অবশ্য ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে *জ্যেষ্ঠকায়স্থ* ও *দাশগ্রামিক*কে এ শ্রেণিভুক্ত করা হলেও অন্য কোনো পাল লিপিতে এদের উল্লেখ নেই।

পাল বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন শাসকের রাজত্বকালে স্ব স্ব রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে সমসাময়িক শাসনপত্রগুলোতে রাজপাদোপজীবীদের তালিকায় কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ কিছু রাজকর্মচারী প্রায়

প্রত্যেকটি শাসকের শাসনপত্রে বর্তমান। পূর্ববর্তী পালশাসকের উৎকীর্ণ শাসনপত্রে উল্লিখিত রাজপাদোপজীবীদের থেকে পরবর্তী পালশাসক কর্তৃক উৎকীর্ণ শাসনপত্রে অথবা সমসাময়িক চন্দ্র, বর্মন প্রভৃতি অন্যান্য বংশীয় শাসকদের উৎকীর্ণ কোনো কোনো শাসনপত্রে কিছু সংখ্যক রাজকর্মচারী বিয়োজিত হয়েছে আবার কোথাও কোথাও নতুন কোনো পদোপাধি সংযোজিত হয়েছে। অথবা কোনো কোনো শাসনপত্রে সংযোজন-বিয়োজনের উল্লেখ একত্রে হলেও তা খুবই নগণ্য। একই সাথে এটিও পরিলক্ষিত হয়, তালিকায় রাজকর্মচারীদের অবস্থানগত বিন্যাসের যে ধারাবাহিকতা তা প্রায় সকল শাসনপত্রে নিকটতম পর্যায়ে বজায় রাখা হয়েছে। পাল, চন্দ্র ও বর্মন বংশীয় প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতে সুসংবদ্ধভাবে বিভিন্ন উপাধিযুক্ত এসব রাজকর্মচারীর উল্লেখ হতে ধারণা করা যায়, তৎকালীন সময়ে বাংলার শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজকর্মচারীরাই মূলত এসব বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।

প্রশাসনিক বিভাগ

পাল যুগের উৎকীর্ণ তাম্রশাসনোক্ত রাজকর্মচারীদের তালিকা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ যুগে বাংলার প্রশাসনিক অবকাঠামো ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শাসনব্যবস্থা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। সুদীর্ঘ এসব তালিকায় ভিন্ন ভিন্ন পদবিধারী বহু সংখ্যক রাজকর্মচারীর উল্লেখ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এই প্রশাসনিক বিভক্তিকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। সহজেই বোঝা যায়, পাল যুগের সুবিন্যস্ত এই শাসনব্যবস্থা সাম্রাজ্যের সর্বব্যাপী প্রবর্তিত ছিল। রাষ্ট্রের অমাত্য পরিষদ, সামরিক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শাসন বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত থেকে এই সকল রাজকর্মচারী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতেন। এছাড়া তালিকায় স্থানীয় পর্যায়ের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিও রয়েছে যারা স্থানীয় শাসনকার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নিম্নে পাল যুগে বাংলার এসব প্রশাসনিক বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হলো।

১. অমাত্য পরিষদ

পাল যুগের তাম্রশাসনগুলোতে *অমাত্য* ও অমাত্য-উপাধিযুক্ত বেশ কয়েকজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন- *অমাত্য*, *রাজামাত্য*, *মহামাত্য*, *কুমারামাত্য*, *মহাকুমারামাত্য* প্রভৃতি। এসব অমাত্যরা রাজসভার সদস্য ছিলেন। পাল যুগের অধিকাংশ লিপিতে রাজপুরুষদের তালিকায় *রাজামাত্যে*র উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি লিপিতেই *রাজপুত্রে*র পরে এই *রাজামাত্যে*র অবস্থান। রাজামাত্য ছাড়াও অন্যান্য অমাত্যবর্গের উপস্থিতিও তৎকালীন প্রতিটি লিপিতে পাওয়া যায়। যেমন- ধর্মপালের খালিমপুর লিপি ও দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর লিপিতে রাজামাত্য; ধর্মপালের নালন্দা

লিপিতে রাজামাত্য ও কুমারামাত্য; ধর্মপালদেবের ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম তাম্রপট্টলিপির তালিকায় কুমারামাত্য; মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর লিপিতে কুমারামাত্য; নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি, প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপি, তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বেলোয়া লিপি ও মদনপালের মনহলি তাম্রলিপির তালিকায় রাজামাত্য ও মহাকুমারামাত্য; দেবপালের মুঙ্গের তাম্রলিপিতে অমাত্য ও মহাকুমারামাত্য; শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপি ও ভোজবর্মণের বেলাভ তাম্রলিপিতে রাজামাত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* অমাত্য-গুণসম্পদ বিষয়ে মত প্রকাশ করেন[১৫] যেসমস্ত গুণের অধিকারী হলে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা যায়, পাল যুগের অমাত্যবর্গ সম্ভবত কম বেশী সে সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। *অমাত্য* উপাধি ছিল মন্ত্রীপদমর্যাদার সমতুল্য। *রাজামাত্য* সম্ভবত রাজার একান্ত ঘনিষ্ট অমাত্য ছিলেন। জে. পি. ভোগেলের মতে-

> The word *rājāmātya* means "a minister or coundellor (*amātya*) attached to the *rājā,*" the second member of the compound being synonymous with *saciva* and *mantrin* (from mantra "counsel, advise") which has become the Chinese mandarin.[১৬]

রাধাগোবিন্দ বসাকও *রাজামাত্যে*র গুণাবলী সম্পর্কে বলেছেন- "রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে রাজাকে উপদেশ ও পরামর্শ যাঁহারা দিতেন সেই সকল কর্ম্মসচিব ও বুদ্ধিসচিব এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেন।"[১৭]

কুমারামাত্য সাধারণত *বিষয়পতি*র সমার্থক। সে সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তিতে অবস্থিত *বিষয়পতি*গণ এ উপাধি ব্যবহার করতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক *কুমারামাত্য* বলতে রাজকুমারদের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তাদের একটি শ্রেণিকে নির্দেশ করেছেন। *রাজামাত্য* ও *কুমারামাত্যে*র পদোপাধি প্রসঙ্গে বিনয়চন্দ্র বলেন-

> The designation '*Rājāmātya*' is to be understood in contradistinction from the term '*Kumārāmātya*',the former apparently being used to denote a certain class of persons serving on the king's staff, while the latter a definite group of officers serving under the *Kumāras*.[১৮]

বেশ কিছু তাম্রশাসনে *মহাকুমারামাত্যে*র উল্লেখ দেখা যায়। *মহাকুমারামাত্য* সম্ভবত *বিষয়পতি* বা *কুমারামাত্য*-দের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। *মহামাত্যে*র পদমর্যাদা সম্ভবত সকল প্রকার *অমাত্যে*র উচ্চস্তরে ছিল। তিনিই ছিলেন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাজার প্রধান পরামর্শদাতা।

২. সামরিক বিভাগ

পাল যুগের লিপিতে এবং সাহিত্যে যুদ্ধের বিশদ এবং আলংকারিক বর্ণনা রয়েছে। সন্ধ্যাকরনন্দীর *রামচরিতে* কৈবর্ত অধিকার থেকে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য পাল রাষ্ট্রের সুবিশাল সেনাবাহিনীর যুদ্ধের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে পাল যুগের

লিপিগুলোতে সামরিক বিভাগের নানা পদোপাধিযুক্ত রাজপুরুষের যে উল্লেখ রয়েছে তা যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ। নিম্নে রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের অধীনে যে সব কর্মচারী দায়িত্ব পালন করতেন তাঁদের বর্ণনা দেওয়া হলো।

সেনাপতি, মহাসেনাপতি

পাল লিপিগুলোতে প্রদত্ত রাজপুরুষের তালিকার কোনো কোনোটিতে *সেনাপতি* আবার কোনো কোনোটিতে *মহাসেনাপতি*ও উল্লেখ আছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, পাল যুগে রাজ্যের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন *সেনাপতি* বা *মহাসেনাপতি*। এই *সেনাপতি* বা *মহাসেনাপতি*র অধীনে থাকত সামরিক বিভাগ। পাল যুগের লিপিসাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয়, সামরিক বিভাগে হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী, পদাতিক বাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রভৃতির অর্ন্তভুক্তি ছিল। এ সকল বাহিনীর প্রধানগণ *সেনাপতি* বা *মহাসেনাপতি*র অধীনে থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।

ব্যাপৃতক বা অধ্যক্ষ বা অধিকৃত

পাল যুগের শাসনপত্রগুলোতে রাজপাদোপজীবীদের যে তালিকা উৎকীর্ণ হয়েছে সেখানে অপরাপর রাজকর্মচারীদের পাশাপাশি হস্তীবাহিনী, অশ্ববাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী প্রভৃতি বাহিনীর প্রধান; কিশোর, বড়বা, গো, মহিষ, অজ, অবিক প্রভৃতি রাজকীয় পশুর প্রধান পরিচালক এবং পাশাপাশি পদাতিক বাহিনী এবং নৌবাহিনী প্রভৃতির প্রধান কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। লিপিগুলোতে এদেরকে 'ব্যাপৃতক', 'অধ্যক্ষ' এবং 'অধিকৃত' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে এদের প্রত্যেককে অধ্যক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে[১৯]। লিপিটিতে *হস্ত্যধ্যক্ষ, অশ্বাধ্যক্ষ, গো-অধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, অজাধ্যক্ষ, অবিকাধ্যক্ষ, নাকাধ্যক্ষ ও বলাধ্যক্ষ* এই আটপ্রকার অধ্যক্ষের কথা বলা হয়েছে। ধর্মপালদেবের নালন্দা লিপিতে উল্লেখ রয়েছে- "*hasty-aśv-ōshṭra-va(ba)la-vyā-[pṛitaka]-kiśōra-vaḍavā-gō-mahishy-adhikṛita*"[২০]। এখানে ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে উল্লিখিত হস্তী, অশ্ব ও বলবাহিনীর প্রধানকে 'ব্যাপৃতক' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের সাথে *উষ্ট্রব্যাপৃতক* নামে আরও একজন কর্মকর্তার উল্লেখ করে এদেরকে একটি শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজকীয় পশু গো ও মহিষ-এর প্রধান কর্মকর্তাকে 'অধিকৃত' হিসেবে অভিহিত করে *কিশোরাধিকৃত* ও *বড়বাধিকৃত* নামে নতুন দুইজন কর্মকর্তার নাম অন্তর্ভুক্ত করে এদেরকে আলাদাভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। মহেন্দ্রপালের জগজ্জীবনপুর তাম্রলিপিতে উল্লেখ রয়েছে- "*hasty=aśv=oṣṭra-nau-bala-vyāpṛtaka-go-mahiṣy=ajāvikā-vaḍav= ādhyakṣ=ādi*"[২১]।

উল্লিখিত লিপিগুলো ছাড়াও পালযুগের বিভিন্ন লিপিতে বিভিন্ন বাহিনী-প্রধানদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিম্নে যেসকল বাহিনীর প্রধানগণ সামরিক বিভাগের অধীনে থেকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল।

হস্তিব্যাপৃতক

হস্তিবল রক্ষায় নিযুক্ত রাজকীয় পুরুষ হলো *হস্ত্যধ্যক্ষ* বা *হস্তিব্যাপৃতক*। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, *হস্ত্যধ্যক্ষ* গজবন রক্ষা, হস্তিশালায় হস্তীদের শয্যা ও আহারের ব্যবস্থা করা; হস্তীদের বিভিন্ন ধরণের কার্যে নিযুক্ত করা; হস্তীর বন্ধন, উপকরণ, সংগ্রামিক, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অবেক্ষণ করবেন। এছাড়া হস্তীচিকিৎসক, হস্তীশিক্ষক ও হস্তীর পরিচর্যাপরায়ণ সেবকের কর্তব্য কর্ম সম্বন্ধে বিধান দেবেন।[২২]

অশ্বব্যাপৃতক

যিনি রাজকীয় অশ্ব পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন তাকে *অশ্বব্যাপৃতক* বা *অশ্বাধ্যক্ষ* বলা হতো। *অশ্বাধ্যক্ষের* দায়িত্ব সম্পর্কে কৌটিল্য বলেন, *অশ্বাধ্যক্ষ* পণ্যাগারিক, ক্রয়োপাগত, আহবলব্ধ, আজাত, সাহায্যকাগত, পণস্থিত ও যাবৎকালিক -এই সাত প্রকার অশ্বের সংখ্যা, কুল, বয়স, বর্ণ, চিহ্ন, বর্গীকরণ এবং আগম (অশ্বের প্রাপ্তিস্থান) নিজ নিবন্ধপুস্তকে লেখাবেন। এছাড়া *অশ্বাধ্যক্ষ* কর্তৃক অশ্বশালা নির্মাণ; উত্তম অশ্ব, মধ্যম অশ্ব, অধম অশ্ব, প্রসবোত্তর বড়বা, কিশোর, পারশম প্রভৃতি ভেদে তাদের আহার্য দ্রব্যাদি ও পরিমাণ বিষয়ে অবেক্ষণ; অশ্বকে সান্নাহ্য (যুদ্ধসম্বন্ধীয়) এবং ঔপবাহ্য (রথ প্রভৃতিতে যুক্ত করে সেগুলির বহনযোগ্যত্ব) এই দ্বিবিধ কাজে নিযুক্ত করা; অশ্বশিক্ষা, অশ্বচিকিৎসা, অশ্ব-পরিচর্যা প্রভৃতি কার্যসমূহ তত্ত্বাবধানের বিষয়েও *অর্থশাস্ত্রে* বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।[২৩]

উষ্ট্রব্যাপৃতক

যে রাজকর্মচারী উষ্ট্ররক্ষাদির অবেক্ষণ কার্য সম্পাদন করতেন তাকে *উষ্ট্রব্যাপৃতক* বলা হতো। তৎকালীন সময়ে সেনার রসদ-বহনে উষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নাবাধ্যক্ষ

পাল লিপিগুলোতে *নৌবল-ব্যাপৃতক* নামে একপ্রকার কর্মকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো লিপিতে[২৪] এরা *নৌবল-ব্যাপৃতক*; আবার কোনোটিতে[২৫] *নাবাধ্যক্ষ* নামে উল্লিখিত। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* নৌ-চলাচলের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রাজপুরুষকে *নাবাধ্যক্ষ* নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচিত হয়েছে[২৬]। সমুদ্র বা নদীতে নৌচলাচলের ব্যবস্থা, রাজদেয় নৌকা ভাড়া, নদী পারাপারের ভাড়া, বন্দরের সুরক্ষা, নৌযানসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা প্রভৃতি নৌ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার তত্ত্বাবধান করাই *নাবাধ্যক্ষের* কাজ।

বলাধ্যক্ষ

পাল যুগের রাজন্যবর্গ বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ পদাতিক সৈন্যবাহিনীর প্রধানের নাম ছিল *বলাধ্যক্ষ*। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* এ শ্রেণির কর্মকর্তাকে *পত্ত্যধ্যক্ষ* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 'পত্তি' শব্দের অর্থ পদাতিক সৈন্য। *পত্ত্যধ্যক্ষের*

দায়িত্ব সম্পর্কে *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে- একজন *পত্ত্যধ্যক্ষ* মৌল, ভৃত, শ্রেণী, মিত্র, অমিত্র ও আটবিক এই ছয় প্রকার বলের সবলতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন। তিনি নিম্নযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, প্রকাশযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, খনকযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, দিবারাত্রিকালীন যুদ্ধ প্রভৃতির ব্যায়াম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষালাভ করবেন। এছাড়া তিনি *পত্তি*দের নিজ নিজ কর্মে আযোগ এবং অযোগ সম্বন্ধে সব বিষয় জ্ঞাত হবেন। সুতরাং বলা যায়, যিনি রাজকীয় পদাতিক সেনাবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং তাদেরকে যুদ্ধকৌশল ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত থাকতেন, তিনি *পত্ত্যধ্যক্ষ* বা *বলাধ্যক্ষ*।

কিশোর-বড়বা-গোমহিষাজাবিকাধ্যক্ষ

ছয় মাসের ঊর্ধ্বে এবং ৩ বছরের কম বয়স্ক অশ্ব শিশুকে বলা হয় 'কিশোর' এবং প্রসবিণী ঘোটকী-কে বলা হয় 'বড়বা'।[২৭] যারা কিশোর ও বড়বা প্রভৃতি অশ্বের প্রত্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকতেন তাদেরকে *কিশোরাধিকৃত* ও *বড়বাধিকৃত* নামে অভিহিত করা হতো। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে গো-ধ্যক্ষ* বা *গবাধ্যক্ষে*র কার্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে 'গো' বলতে গরু-মহিষ প্রভৃতি গবাদি পশুকে বোঝানো হয়েছে এবং রাজকীয় এসব গবাদি পশুর নিয়ন্ত্রণে যে রাজকর্মচারী নিযুক্ত হন, তাকে *গো-ধ্যক্ষ* বলা হয়েছে।

*গো-অধ্যক্ষে*র কার্য সম্পর্কে কৌটিল্য বলেছেন- "গো-অধ্যক্ষো বেতনোপগ্রাহিকং করপ্রতিকরং ভগ্নোৎসৃষ্টকং ভাগানুপ্রবিষ্টকং ব্রজপর্যগ্রং নষ্টং বিনষ্টং ক্ষীরঘৃতসঞ্জাতং চোপলভেত।"[২৮] অর্থাৎ গো-ধ্যক্ষ ১) বেতনোপগ্রাহিক, ২) করপ্রতিকর, (৩) ভগ্নোৎসৃষ্টক, (৪) ভাগানুপ্রবিষ্টক, (৫) ব্রজপর্যগ্র, (৬) নষ্ট, (৭) বিনষ্ট ও (৮) ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত এই আট প্রকার কাজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকবেন। এছাড়া গবাদি পশুর আহার ব্যবস্থা, বাসস্থান, বিচরণের স্থান, পশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা, পশুজাত সম্পদের রাজভাণ্ডারে সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বাবধান করা *গো-অধ্যক্ষে*র অন্যতম দায়িত্ব।

প্রান্তপাল

রাজ্যের প্রান্ত অবেক্ষণকারী রাজপুরুষের নাম *প্রান্তপাল*। রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল *প্রান্তপালে*র উপর। এ প্রসঙ্গে সুনীতি ভূষণ কানুনগো বলেছেন,

সমগ্র পাল শাসনামলে পাল রাজ্য চতুর্দিক থেকে বারংবার আক্রান্ত হোতো। এই আক্রমণ এবং আক্রমণাশংকা রোধে করবার জন্য পাল রাজগণ তাঁদের রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ঘাটি নির্মাণ করতেন এবং সেগুলিকে সক্রিয় রাখবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ঘাঁটির প্রধান *প্রান্তপাল* নামে পরিচিত ছিলেন।[২৯]

কোট্টপাল

প্রাচীন বাংলার রাজারা দুর্গ বা প্রতিরক্ষামূলক ঘাঁটি নির্মাণ করতেন। প্রতিবেশী বা শত্রুরাজ্যসমূহের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গ নির্মাণ করা হতো। কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে* দুর্গরচনা ও দুর্গনিবেশ (দুর্গের মধ্যে বাস্তুবিভাগ) বিষয়ে বিশদ

আলোচনা করা হয়েছে। তিনি চার প্রকার দুর্গের উল্লেখ করেছেন- ১) ঔদক দুর্গ, ২) পার্বত দুর্গ, ৩) ধান্বন দুর্গ ও ৪) বণ দুর্গ।[৩০] মনুসংহিতায় ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ রয়েছে- ১) মরুবেষ্টিত দুর্গ, ২) মহীদুর্গ, ৩) জলবেষ্টিত দুর্গ, ৪) অরণ্যপরিবৃত দুর্গ, ৫) নৃদুর্গ ও ৬) পর্বত শীর্ষোপরি দুর্গ[৩১]। দুর্গসমূহে সেনা মোতায়েন থাকত এবং সমরাস্ত্র মজুদ থাকত। এ ধরণের দুর্গসমূহ যিনি তত্ত্বাবধান করতেন তিনি *কোট্টপতি* বা *কোট্টপাল* নামে অভিহিত হতেন।

গৌল্মিক: সামরিক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হলেন গৌল্মিক। সামরিক বিভাগের আঞ্চলিক দপ্তর বা বিভাগের অধীনে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করতেন। গৌল্মিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,

> দ্বয়েস্ত্রয়াণাং পঞ্চানাং মধ্যে গুল্মমধিষ্ঠিতম্।
>
> তথা গ্রামশতানাঞ্চ কুর্য্যাদ্রাষ্ট্রস্য সংগ্রহম্॥[৩২]

অর্থাৎ- রাজা তাঁর রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থে ছোট বড় *গ্রামে*র অনুসারে দুই, তিন, পাঁচ অথবা শত *গ্রামে*র মধ্যে অনেক সেনা সমভিব্যাহারে এক জন প্রধান পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত একটি স্থান করবেন, যাকে গুল্ম বলা হয়। এই গুল্মের যিনি প্রধান পুরুষ তিনিই সম্ভবত *গৌল্মিক* নামে অভিহিত ছিল।

উপজাতীয় সেনা

পাললিপিতে রাজসেবকদের মধ্যে *গৌড়*, *মালব*, *খস*, *হূন*, *কুলিক*, *কর্ণাট*, *লাট*, *চোড়* ইত্যাদি ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া *চাট-ভট*-দেরও সম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মপালের নালন্দা লিপিতে উল্লেখ রয়েছে-“Gouḍa-Mālava-Khaśa-Kulika-Hūṇa-bhāṭa-[chāṭa]-sēvakādin”[৩৩]। পরবর্তী পালরাজগণের লিপিতে কর্ণাট ও লাট এই তালিকার সাথে যুক্ত হয়েছে। চোড় শুধু শেষ মদনপালের একমাত্র তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে[৩৪]। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে এসব ভিনদেশি সৈন্যের উল্লেখ নেই। ধারণা করা হয়, এসব ভিন্ন প্রদেশি লোকেরা বেতনভুক সৈন্যরূপে রাষ্ট্রের সেবা করতেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এর মতে,[৩৫]

> The mention in the Pāla records of a number of tribal names along with the officials may be taken as referring to the military units recruited from those tribes.

৩. শান্তিরক্ষা-বিভাগ

পাল যুগের লিপিগুলোতে বেশ কিছু পদাধিকারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। নিম্নে শান্তিরক্ষা-বিভগের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব রাজকর্মচারীদের বর্ণনা দেওয়া হলো।

মহাপ্রতিহার

মহাপ্রতিহার সম্ভবত রাজপ্রাসাদ এবং রাজধানীর রক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালন করতেন।

দাণ্ডিক

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে *দণ্ডশক্তি* নামে একজন রাজপুরুষের পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক অন্যান্য লিপিতে রাজপুরুষদের তালিকায় *দণ্ডশক্তি*র স্থলে উল্লেখ রয়েছে *দাণ্ডিক*। ধর্মপালের নালন্দা তাম্রপাত্রেও *দাণ্ডিক* উপাধি উল্লিখিত। সম্ভবত, *দণ্ডশক্তি* এবং *দাণ্ডিক*-এ উভয় রাজপাদোপজীবী একই শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন। এরা পুলিশ বিভাগের রক্ষী-পুরুষদের মধ্যে প্রধান এবং দণ্ড প্রদানের অধিকারী কোনো কর্মচারী অথবা অপরাধীর দণ্ডবিধানকারী বিচার বিভাগীয় কোনো কর্মচারী হয়ে থাকবেন।

দণ্ডপাশিক

দণ্ডপাশিক ছিল একই বিভাগের কর্মচারী। 'দণ্ড' বলতে লাঠি এবং 'পাশ' অর্থে দড়ি বা রজ্জুকে বোঝানো হয়। অপরাধী বা অভিযুক্তদের রজ্জুবদ্ধ বা গ্রেফতার করে বিচারালয়ে উপস্থিত করা তাদের প্রধান কাজ ছিল। দণ্ড-পাশ উভয়কে ধারণের মাধ্যমে যারা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন তাদেরকে *দণ্ডপাশিক* বলা হতো।

অঙ্গরক্ষ

রাজার দেহরক্ষী দলের প্রধান *অঙ্গরক্ষ* হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ডি. সি. সরকারের মতে *অঙ্গরক্ষ* হচ্ছেন- "The king's body-guard or the head of the body guards."[৩৬]

চাট-ভট

পাল লিপিগুলোর রাজকর্মচারীদের যে তালিকা রয়েছে সেখানে রাজসেবক শ্রেণিতে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সৈন্যদের সাথে *চাট-ভট*দের উল্লেখ রয়েছে। রাজসেবক হিসেবে এরা উল্লিখিত হলেও লিপিগুলোর অন্যত্র এদেরকে প্রায়শই গ্রামীণ এলাকার অপকর্মকারী দুর্বৃত্ত হিসেবে অথবা গ্রামীণ জনগণকে হয়রানিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রিওসুকে ফুরুই বলেছেন-Though its meaning is not clear, cāṭa is often described as rogues committing misdeeds in rural areas. Bhaṭa means a soldier or a warrior and is also described as harassing rural population.[৩৭] এজন্য ভূমিদানপত্রে উল্লিখিত থাকত, যে ভূমি দান করা হচ্ছে সে ভূমি 'অচাটভাট' অথবা 'অচট্টভট্টপ্রবেশ' হতে হবে। যেমন- শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপিতে আছে "*সদশপরাধা সচৌরদ্ধরণা পরিহৃতসর্বপীড়া অচাটভাটপ্রবেশ অকিঞ্চিত প্রগাহ্যা*।" অর্থাৎ *চাট-ভট* বা চট্ট-ভট্টরা সেই ভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে না।

চৌরোদ্ধরণিক

প্রজাসাধারণকে চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব রাজার। কিন্তু এজন্য জনসাধারণকে একটা কর প্রদান করতে হতো। এ ধরনের কর সংগ্রহকারীদের ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষের নাম *চৌরোদ্ধরণিক*। উল্লেখ্য, পাল যুগের প্রায় প্রত্যেকটি লিপিতে

ভূমিদানের সময় দানগ্রহীতাকে যেসব সুবিধা ও ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে তাতে 'চৌরোদ্ধরণ' কথাটিরও উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে অন্যান্য কর মওকুফের সুবিধার পাশাপাশি দানগ্রহীতাকে শান্তিরক্ষার জন্য অর্থাৎ চোর-ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও রাজাকে কোনো প্রকার কর প্রদান করতে হতো না। বিনয়চন্দ্র সেনের মতে,

> The *Chauroddharaṇika* was the highest officer concerned with the apprehension of thieves, robbers and brigands, his functions being the same as those of the *Chauroddhartār* or *Chauragrāha*, mentioned in the Hindu law-books.[৩৮]

খোল

খোল সম্ভবত শান্তিরক্ষা বিভাগের অধীনে গুপ্তচরের দায়িত্ব পালন করতেন।[৩৯]

খণ্ডরক্ষ

নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপিতে *খণ্ডরক্ষ* নামে একজন রাজকর্মচারীর উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এই রাজকর্মচারী রাজার দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। পরবর্তীকালে ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসনে *খণ্ডপাল* নামক রাজপুরুষের উপস্থিতি রয়েছে ডি. সি. সরকার *খণ্ডরক্ষ*কে *খণ্ডপালে*র সাথে তুলনা করেছেন- 'sometimes regarded as the same as *Khaṇḍapāla* meaning the ruler of a small territorial unit.'[৪০]

৪. রাজস্ব-বিভাগ

পাল যুগে যে সকল রাজকর্মচারী রাজস্ব-বিভাগে নিয়োজিত থেকে এ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

গ্রামপতি

রাষ্ট্রের নিম্নতম বিভাগ *গ্রাম*-এর স্থানীয় শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন *গ্রামপতি*। *গ্রামপতি*র প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। *গ্রামে*র রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করা *গ্রামপতি*র অন্যতম দায়িত্ব ছিল। *গ্রামপতি*র দায়িত্ব সম্পর্কে *মনুসংহিতায়* বলা হয়েছে-[৪১]

> যানি রাজপ্রদেয়ানি প্রত্যহং গ্রামবাসিভিঃ।
>
> অন্নপানেন্ধনাদীনি গ্রামিকস্তান্যবাপ্নুয়াৎ॥

এছাড়া *গ্রামে* কোনো চৌর্যাদি দোষ ঘটলে *গ্রামপতি* তার প্রতিকার করবেন এবং যদি অক্ষম হন তাহলে তা *দশগ্রামে*র অধিপতিকে অবহিত করার কথাও মনুসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দাশগ্রামিক

দশটি *গ্রামে*র সমন্বয়ে গঠিত বিভাগ *দশগ্রাম*-এর শাসনকার্য যিনি পরিচালনা করেন তিনি হলেন *দাশগ্রামিক*। সম্ভবত প্রতিটি *বিষয়* বিভাগের অধীনে দশটি *গ্রামে*র সমন্বয়ে

কয়েকটি করে উপবিভাগ থাকত যেগুলো *দশগ্রাম* বিভাগ নামে পরিচিত ছিল এবং এই *দশগ্রামে*র শাসনকার্য পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব এই উপবিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজা রাজ্যের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে কীভাবে রাজ্যের জনপদগুলো স্থাপন করবেন সে প্রসঙ্গে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৪২]

মনুসংহিতাতেও এক, দশ, বিংশতি, শত ও সহস্র সংখ্যক *গ্রামে*র অধিপতি যথাক্রমে *গ্রামাধিপতি*, *দশগ্রামপতি*, *বিংশতিশ*, *শতেশ* ও *সহস্রপতি* নামে পরিচিত অধিপতিগণের বিষয়ে বর্ণিত আছে-[৪৩]

> গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।
>
> বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥

এখানে বলা হয়েছে- 'দশগ্রামাধিপতি কুল ভূমি বৃত্তির জন্য প্রাপ্ত হবেন'[৪৪]। শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় বলেছেন- "দশ খানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ হইত এবং যিনি দশ গ্রামের রাজস্ব আদায় করিতেন তিনি দশগ্রামিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন।"[৪৫]

ভোগপতি

রাষ্ট্রের ভোগ-কর আদায় বিভাগের উচ্চতম কর্তা হলেন *ভোগপতি*। *অর্থশাস্ত্রে* গণিকাধ্যক্ষ প্রচারেও 'ভোগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। গণিকাদের অর্জিত অর্থের নাম 'ভোগ'। যিনি 'ভোগ-কর' সংগ্রহ করেন তিনি *ভোগপতি*।

ষষ্ঠাধিকৃত

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে *ষষ্ঠাধিকৃত* নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা ছিলেন *ষষ্ঠাধিকারী* অর্থাৎ প্রজার উৎপাদিত শস্যের বা শস্যলব্ধ আয়ের একষষ্ঠ অংশের প্রাপক। পাহাড়পুর ও বৈগ্রাম তাম্রলিপিতে উল্লেখ রয়েছে- কোনো ব্যক্তিবিশেষ যদি রাজার নিকট হতে ভূমি ক্রয় করে ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে সেই ভূমি দান করেন, তাহলে রাজা শুধু যে ভূমির মূল্যটুকুই লাভ করেন তা নয়; ক্রেতা ভূমিদানের ফলস্বরূপ যে পুণ্য লাভ করেন, দত্ত ভূমি সর্বপ্রকার কর বিবর্জিত করে দেয়ায় রাজা সেই পুণ্যের এক-ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। এর থেকে ভূমির উপস্বত্তের এক-ষষ্ঠ ভাগ যে রাজার প্রাপ্য তা সহজে বোঝা যায়। রাজার প্রাপ্য এক-ষষ্ঠ ভাগ যিনি সংগ্রহ করতেন বা এই একষষ্ঠ অংশ আদায়-বিভাগের যিনি কর্তা ছিলেন তিনিই *ষষ্ঠাধিকৃত*।[৪৬]

শৌল্কিক

শৌল্কিক বা *শুল্কাধ্যক্ষ* রাজ্যের শুল্কের তত্ত্বাবধানকারী একজন প্রধান রাজপুরুষ। *শুল্কাধ্যক্ষ* রাজ্যে বণিকগণ কর্তৃক আনীত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণপূর্বক শুল্ক সংগ্রহ করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে- "রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র যাহারা পণ্যবাহী বণিক্‌গণ হইতে রাজার প্রাপ্য শুল্ক (customs) আদায় করে–তাহাদের উপর অধ্যক্ষতার কাজ যিনি করেন, তিনিই শৌল্কিক।"[৪৭]

তরিক

তরিক ও *তরপতি* সম্ভবত *নাবাধ্যক্ষের* নিম্নতম কর্মচারী। নদী প্রভৃতির তরণস্থানে তর-শুল্ক (ferry) সম্বন্ধীয় কার্যে তারা ব্যাপৃত থাকতেন। অর্থাৎ খেয়া পারাপার ঘাট হতে রাষ্ট্রের শুল্ক যিনি সংগ্রহ করতেন তিনি *তরিক*। দেবপালের লিপিতে *তরিক* ও *তরপতি* উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে। *তরপতি* বা *তরপতিক* ছিলেন পারাপার ঘাটের পর্যবেক্ষক।

৫. বিচার-বিভাগ

পাল যুগে রাষ্ট্রের বিচার-বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

রাজস্থানীয় ও রাজস্থানীয়োপরিক

পাল যুগের লিপিতে রাজপাদোপজীবীদের তালিকায় *রাজস্থানীয়* এবং *রাজস্থানীয়োপরিক*-এ দুটি পদোপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো লিপিতে[৪৮] *রাজস্থানীয়* এবং *উপরিক*-এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পদোপাধি হিসেবে আলাদাভাবে উল্লিখিত হলেও কোনো কোনো লিপিতে[৪৯] তা একত্রিতভাবে তথা *রাজস্থানীয়োপরিক* হিসেবে উল্লিখিত। দ্বিতীয় গোপালের মহীপুর তাম্রশাসনে *মহারাজস্থানীয়* এবং *উপরিক*-এ দুটি উপাধি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকে ধারণা করা যায়, কোনো কোনো পাল সম্রাটের শাসনকালে *রাজস্থানীয়* এবং *উপরিক* -এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পদোপাধির ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষ বর্তমান ছিলেন। আবার কোনো কোনো পাল সম্রাটের শাসনামলে একজন রাজপুরুষ উভয় প্রকার দায়িত্ব সম্পাদন করতেন বিধায় তাঁদের পদোপাধি একত্রে উল্লিখিত হতো। *রাজস্থানীয়* সম্ভবত রাজার অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে- "Rājasthnya probably denoted a high official under the king and possibly had the status of a Regent or a Viceroy."[৫০] *রাজস্থানীয়* -এর অধিকরণ বা অফিস সম্পর্কে স্ট্যাইনের মতামতকে সমর্থন করে জে পি. ভোগেল বলেছেন- "Dr. Stain remarks that it was connected with the administration of justice and that we may assume that its holder discharged duties equivalent to those of Chief Justice."[৫১] সুতরাং বলা যায়, *রাজস্থানীয়* বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট একজন রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। অপরদিকে *ভুক্তি*-প্রশাসকের সাথে *উপরিক* উপাধি সংযুক্ত হওয়ায় ধরে নেয়া যায়, *রাজস্থানীয়োপরিক* একাধারে কোনো একটি প্রদেশের বা *ভুক্তির* প্রশাসক ছিলেন এবং একই সাথে তিনি বিচারিক দায়িত্বও পালন করতেন।

মহাদণ্ডনায়ক

রাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন, যারা ফৌজদারী বিভাগের আসামীদিগকে শাস্তি বিধান করতেন, তাঁদেরই উর্দ্ধতন রাজকর্মচারীর নাম ছিল *মহাদণ্ডনায়ক*।[৫২] কেউ কেউ *মহাদণ্ডনায়ক* -কে *সেনাপতি* বা *মহাসেনাপতির* সমার্থক মনে করে থাকেন।[৫৩] কিন্তু *মহাসেনাপতি* ও *মহাদণ্ডনায়ক* -এ দুটি শব্দ পৃথকভাবে একই তাম্রশাসনে উল্লিখিত

রাজপাদোপজীবিদের তালিকায় ব্যবহৃত হওয়ায় এই মতটি সমর্থনযোগ্য নয়। যেমন, নারায়ণপালদেবের ভাগলপুর লিপি[৫৪], ১ম মহীপালের বাণগড় লিপি[৫৫] প্রভৃতি লিপিতে *মহাসেনাপতি* ও *মহাদণ্ডনায়ক* উভয় পদোপাধি একই সাথে উৎকীর্ণ রয়েছে।

ধর্মাধিকারার্পিত

ধর্মাধিকারার্পিত বিচার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। ডি.সি. সরকার *ধর্মাধিকার* অর্থে বুঝিয়েছেন, 'an office relating to the civil and criminal courts as well as to religious and charitable institutions.'[৫৬]। তিনি *ধর্মাধিকারিন*কে বলেছেন 'an officer in charge of civil and criminal justice as well as charitable and religious institutions'। বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতকে 'ধর্ম্মাধিকারার্পিত' হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'রাজা নিরতিশয় হর্ষযুক্ত হইয়া, ধর্ম্মাধিকার-পদাভিষিক্ত শ্রীগোনন্দন পণ্ডিতের বাক্যে [প্রার্থনায়] এই ব্রাহ্মণকে এই শাসন প্রদান করিয়াছেন।'[৫৭] দেবপালের নালন্দা লিপিতে লিপিটিকে *ধর্মাধিকার* হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, হীরানন্দ শাস্ত্রী যার অনুবাদ করেছেন 'religious undertaking' হিসেবে।[৫৮] সুতরাং কমৌলি লিপিসহ উল্লিখিত প্রমাণের আলোকে এটা ধরে নেয়া যুক্তিসঙ্গত যে, পাল যুগে ধর্মাধিকার নামে একটি বিভাগ ছিল যেটি আদালত সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি ধর্মীয় এবং দাতব্য সংস্থা হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। *ধর্মাধিকারার্পিত* উক্ত বিভাগের একজন প্রধান বিচারপতি হিসেবে এবং বিভাগ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এই *ধর্মাধিকারার্পিত* এবং সরকার উল্লিখিত *ধর্মাধিকারিন* উভয়ই যে সমার্থক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যেটি পরবর্তীকালে (লক্ষ্মণসেনের সময়ে) *ধর্মাধ্যক্ষ* বা *মহাধর্মাধ্যক্ষ* নামে অভিহিত হতো।

দাশাপরাধিক

পাল লিপিগুলোতে 'সদশপচারাঃ' বা 'সদশপরাধা' কথাটির উল্লেখ রয়েছে। দণ্ডশাস্ত্রে চুরি, হত্যা, পরস্ত্রীগমন, কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজনক ভাষণ, বস্তুহীন ভাষণ, পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা ও অসত্যানুরাগ– এই দশপ্রকার অপচার বা অপরাধের কথা উল্লেখ রয়েছে। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হতো। *দাশাপরাধিক* হলেন উক্ত দশ প্রকার অপরাধের বিচার অনুযায়ী অর্থদণ্ড আদায়-বিভাগের কর্মকর্তা। রাধাগোবিন্দ বসাক বলেছেন- "গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রোক্ত দশ প্রকার উৎকট দোষ বা অপরাধ করিত তাহাদের সেই অপরাধের শাস্তির জন্য রাজার যে 'দণ্ড' বা জরিমানারূপ অর্থ প্রাপ্য হইত, তাহার নামই 'দশাপরাধ' বা 'দশাপচার' দণ্ড। এই 'দণ্ড' বিধান অথবা এই টাকা-সংগ্রহ-কার্য্য যে রাজপুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিত তিনিই ছিলেন 'দাশাপরাধিক'।"[৫৯]

৬. হিসাব-বিভাগ

পাল যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় হিসাব-বিভাগে নিয়োজিত যেসব কর্মচারীর নাম তৎকালীন তাম্রশাসনে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মহাক্ষপটলিক

ভাগলপুর তাম্রলিপিতে *মহাক্ষপটলিক* নামে একজন রাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। *মহাক্ষপটলিক* ছিলেন আয়-ব্যয় বা হিসাব সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান কর্মচারী। কৌটিল্য *অর্থশাস্ত্রে* অক্ষপটল, এর অধ্যক্ষ ও গণনা কর্মচারীদের দায়িত্ব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৬০] অক্ষপটল হচ্ছে গাণনিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরুপণের স্থান। যিনি কেন্দ্রীয় অক্ষপটলের প্রধান কর্মচারী তিনিই *অক্ষপটলাধ্যক্ষ* বা *মহাগাণনিক*। এই *অক্ষপটলাধ্যক্ষ* বা *মহাগাণনিকই* সম্ভবত পাল শাসনামলের *মহাক্ষপটলিক*।

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ

জ্যেষ্ঠ কায়স্থ একজন হিসাব বিভাগের কর্মচারী। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে এ কর্মচারীর উল্লেখ রয়েছে। রাজকীয় যাবতীয় দলিলপত্র রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এ কর্মচারীর হাতেই ন্যস্ত থাকত। ডি. সি. সরকার একে 'the chief scribe, or the foreman of the Kāyastha class, or the scribe-member of the board of administration' Ges 'the senior registrar' হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৬১] গুপ্তযুগের লিপিগুলোতে ভূমি দান-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব-নিকাশের কাজে নিয়োজিত যে পুস্তপালের পরিচয় পাওয়া যায় তা এ যুগের লিপিতে পরিলক্ষিত হয় না।

৭. ভূমি-বিভাগ

ভূমি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দু'জন কর্মচারীর নাম পাল লিপিগুলোতে দেখা যায়। এরা হলেন *ক্ষেত্রপ* ও *প্রমাতৃ*। *ক্ষেত্রপ* কৃষিক্ষেত্রের সর্বোচ্চ হিসাবরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। রাষ্ট্রে যে সকল ক্ষেত্রকর রয়েছে তাদের কৃষিযোগ্য ভূমি সম্পর্কে যিনি হিসাব সংরক্ষণ করতেন এবং এসব ভূমির তত্ত্বাবধান করতেন তাকে *ক্ষেত্রপ* বলা হতো। ডি.সি. সরকারের মতে *ক্ষেত্রপ* হলেন 'Superintendent of the king's *Khās Mahāl*'[৬২]। ভূমির জরিপ ও পরিমাপ বিষয়ক কর্মকর্তা হলেন *প্রমাতৃ*। কেউ কেউ *প্রমাতৃ*কে বিচার বিভাগীয় কর্মচারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন- "The officials named *Pramātṛi* and *Kshetrapa* probably refer to surveyors of land."[৬৩] বলা যায়, গুপ্তযুগে ভূমির পরিমাপ ও সীমা নির্ধারণের যে কাজ *পুস্তপালের* উপর নিয়োজিত ছিল তা পাল যুগে সম্ভবত *ক্ষেত্রপ* ও *প্রমাতৃ* কর্তৃক সম্পন্ন হতো।

৮. পররাষ্ট্র-বিভাগ

পাল যুগের তাম্রশাসনগুলোতে পররাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন রাজপাদোপজীবীর নাম উল্লেখ রয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলো।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক

কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রে*[৬৪] 'ষাড়গুণ্য' সম্পর্কিত আলোচনায় ছয়টি গুণের অন্যতম প্রধান দুটি গুণ 'সন্ধি' ও 'বিগ্রহ' সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- 'তত্র পণবন্ধঃ সন্ধিঃ, অপকারো বিগ্রহঃ'।[৬৫] অর্থাৎ শত্রু বা প্রতিপক্ষের সাথে পণবন্ধন বা শর্ত-নিশ্চিত সাময়িক বন্ধুত্ব সম্পাদনের নাম 'সন্ধি' এবং অপকার অর্থাৎ শত্রুর প্রতি দ্রোহাচরণের নাম 'বিগ্রহ' যে কার্যসমূহ রাজা স্বয়ং সম্পাদন করেন।

ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশানুক্রমে *সান্ধিবিগ্রহিক*, *মহামন্ত্রী* প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে দায়িত্ব পালন করার কথা উল্লেখ রয়েছে। ভট্ট ভবদেবের পিতামহ আদিদেব সম্পর্কে প্রশস্তিটিতে উল্লেখ রয়েছে- "শ্রীআদিদেব ইতি দেব ইবাদিমূর্ত্তির্মর্ম (র্ত্ত্য) ত্মনা ভুবনমেতদ লঙ্করিষ্ণুঃ॥ যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ। মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্রহী॥"[৬৬] অর্থাৎ আদিদেব একাধারে বঙ্গরাজের বিশ্রামসচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালে ভট্ট ভবদেব ছিলেন হরিবর্মাদেবের *মন্ত্রশক্তিসচিব*।[৬৭] *অর্থশাস্ত্রে* বলা হয়েছে, 'শক্তি' হলো যুদ্ধযাত্রার প্রারম্ভে নানারকম প্রস্তুতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্যতম পূর্বশর্ত।[৬৮] এ শক্তি তিন প্রকারের- উৎসাহশক্তি, প্রভাবশক্তি ও মন্ত্রশক্তি। কৌটিল্যের মতে- "মন্ত্রশক্তিঃ শ্রেয়সী"[৬৯]। অর্থাৎ এ তিন প্রকার শক্তির মধ্যে তিনি মন্ত্রশক্তিকেই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলে উল্লেখ করেছেন। ভট্ট ভবদেবও সম্ভবত পিতামহ আদিদেবের মতো একই দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি হরিবর্মাদেবের একাধারে *মন্ত্রী* ও *সচিব* ছিলেন এবং মন্ত্রশক্তির অধিকারী হওয়ায় তিনি যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ে অর্থাৎ সন্ধি ও বিগ্রহ বিষয়ের নীতি নির্ধারণ তথা *সান্ধিবিগ্রহিকের* দায়িত্বও পালন করতেন। মদনপালের মনহলি লিপিতেও এরূপ একজন *সান্ধিবিগ্রহিকের* উল্লেখ পাওয়া যায়। লিপিটির *দূতক* ভীমদেব ছিলেন মদনপালের *সান্ধিবিগ্রহিক*।[৭০]

দূত- প্রৈষণিক

প্রৈষণিক অর্থ যিনি প্রেরণ করেন। সুতরাং দূত-প্রৈষণিক অর্থ হলো যিনি দূত প্রেরণ করেন। পাল যুগে যে রাজপুরুষ বিভিন্ন রাষ্ট্রে দূতপ্রেরণ-কার্যে নিযুক্ত থাকতেন, তাঁর নাম ছিল *দূত-প্রৈষণিক*।

গমাগমিক ও অভিত্বরমাণ

গমাগমিক অর্থ হলো যিনি যাতায়াত করেন। অভিত্বরমাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও যিনি দ্রুত যাতায়াত করেন। সম্ভবত যাদেরকে স্বরাষ্ট্রে কিংবা পররাষ্ট্রে সংবাদাদি বা রাজকীয় দলিলপত্রাদি সরবরাহ করার জন্য অথবা কোনো দ্রব্যাদি আনা নেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন তারা *অভিত্বরমাণ* নামে অভিহিত হতেন। অথবা এতদসংক্রান্ত কার্য প্রত্যবেক্ষণের ভার যেসব কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকত তাদেরকে *গমাগমিক* বা *অভিত্বরমাণ* বা *অভিত্বরমাণক* বলা হতো।

দূতক

পাল যুগের রাষ্ট্রব্যবস্থায় *দূতক* একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ। অধিকাংশ লিপিতে দেখা যায়, সাধরণত রাজপুত্র বা কোনো সান্ধিবিগ্রহিক দৌত্যকর্মে নিযুক্ত হতেন। রাধাগোবিন্দ বসাক *দূতক* প্রসঙ্গে বলেছেন,

> প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদিকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দান বা তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে, অমাত্য- শ্রেণিভুক্ত যে রাজপাদোপজীবী, প্রতিগ্রহীতা বা ক্রয়কারী ব্যক্তির আবেদন রাজাদের নিকট অনুনয় সহকারে নিবেদন করিতেন-তাহাকে তাম্রশাসনের

'দুতক' বলা হইত। রাজপুত্র বা সান্ধিবিগ্রহিক বা অন্য কোনো প্রধান অমাত্য এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন।[৭১]

এ প্রসঙ্গে রণবীর চক্রবর্তী বলেছেন- While the grant was issued from a political centre and/or a military camp (jayaskandhavara), the communication of the actual royal order was carried from the issuing centre to the location of the property transfer by the envoy (duta/dutaka), who was also an important officer.[৭২] দীনেশচন্দ্র সেনের মতে- "যে সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী অথবা সেই মর্যাদার ব্যক্তি (রাজপুত্র) ভূমিদানের জন্য রাজাকে সাক্ষাৎভাবে অনুরোধ করেন, অর্থাৎ যাঁর দায়িত্বে ভূমিদান ঘটে, তিনিই "দূতক" (plenipotentiary)।"[৭৩] যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ছিলেন ধর্ম্মপালদেবের অনুশাসনের দূতক। দেবপালের মুঙ্গের লিপির দূতক ছিলেন যুবরাজ রাজ্যপাল। প্রথম মহীপালদেবের বাণগড় লিপির দূতক ছিলেন মন্ত্রী ভট্টবামন এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের আমগাছি লিপির দূতকও ছিলেন একজন মন্ত্রী।

উপসংহার

পাল রাজাদের সুদীর্ঘ চার শতাব্দীকাল ব্যাপী সুবিশাল সাম্রাজ্য জুড়ে রাজত্ব পরিচালনার মূল ভিত্তিই ছিল তাঁদের সুষ্ঠু, সুবিন্যস্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা। পাল রাজগণ ছিলেন একাধারে দক্ষ প্রশাসক, প্রাজ্ঞ কূটনীতিবিদ ও সামরিক বিজেতা। আর রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রায় প্রতিটি পাল রাজাদের অপরিমেয় সহায়ক শক্তি হিসেবে যুক্ত হয়েছিল সুবিস্তৃত আমলাতন্ত্র। পাল যুগের পূর্বে বাংলায় কোনো শাসনামলে এরূপ স্ফীত আমলাতন্ত্র পরিলক্ষিত হয় না। একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে পাল যুগে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেই সাম্রাজ্যকে সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপে পরিচালনার তাগিদেই এই আমলাতন্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল। পাল রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর থেকে সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় এ রাজপাদোপজীবীরা মূল চালিকাশক্তিরূপে সক্রিয় ছিলেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকাণ্ড এদের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। এ কারণেই প্রত্যেক পাল রাজার শাসনামলে উৎকীর্ণ প্রতিটি তাম্রশাসনেই এসব রাজপাদোপজীবীকে একত্রে উল্লেখপূর্বক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। পাল রাষ্ট্রের এই শাসনপ্রক্রিয়াকে অনুসরণ করেই সমসাময়িক আঞ্চলিক শাসকবর্গ তাঁদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন, যা তাঁদের দ্বারা জারিকৃত শাসনপত্রে সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, পাল যুগে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনগুলোতে যে সকল রাজকর্মচারীর উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের মাধ্যমেই তৎকালীন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতো।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ R. Mukherji and S. K. Maity, *Corpus of Bengal Inscriptions* (Firma K. L. Mukhopadhyay, 1967), 100, ll. 44-48.

---

২ Ryosuke Furui, 'Indian Museum Copper Plate Inscription of Dharmapala, year 26: Tentative Reading and Study', *South Asian Studies*, Vol. 27 (2), (British Association for South Asian Studies, 2011), 153, ll. 40-46.

৩ P. N. Bhattacharyya, 'Nalanda plate of Dharmapaladeva', *Epigraphia Indica*, Vol. XXIII (1935-36), (New Delhi: Archaeological Survey of India, 1984), 291, ll. 7-17.

৪ Suresh Chandra Bhattacharya, 'The Jagjibanpur Plate of Mahendrapaala Comprehensively Re-edited,' *Journal of Ancient Indian History*, Vol. 23 (2005–06), (Kolkata: Calcutta University, 2007), 69, ll. 35–39.

৫ Ryosuke Furui, 'A New Copper Plate Inscription of Gopala II', *South Asian Studies*, Vol. 24, (British Association for South Asian Studies, 2008), 73, ll. 41–47.

৬ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 167-168.

৭ *Ibid.*, 118-119, ll. 30-37.

৮ *Epigraphia Indica*, Vol. XIV, 327, ll. 32-42.

৯ *Ibid.*, Vol. XXIX, 11-12, vv. 29-38.

১০ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 215, ll. 33-38.

১১ N.G. Majumder, 'Irda Copper-plate of the Kamboja King Nayapaladeva', *Epigraphia Indica*, 1933-34, (1984) Vol. XXII, 156, ll. 32-35.

১২ Nani Gopal Majumder (Edited with Translation and notes), *Inscriptions of Bengal*, Vol. III, (Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929), 5, vv.17-23.

১৩ *Ibid.*, 20-21, ll. 29-37.

১৪ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, *আদিপর্ব*, কলকাতা, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৬), ২৬৯-২৭০।

১৫. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০২), ১/৯/১।

১৬ J. Ph. Vogel, *Antiquities of Chamba State*, Part 1, (Calcutta: Superintendent Government Printing, 1911), 122.

১৭. রাধাগোবিন্দ বসাক, 'পাল-সাম্রাজ্যের শাসন প্রণালী', *প্রবাসী*, ৩৬শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: প্রবাসী কার্যালয়, ১৩৪৩), ৮৮৮।

১৮ Benoychandra Sen, *Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal*, (Calcutta: Calcutta University Press, 1942), 537.

১৯ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 100, ll. 45-46.

২০ P. N. Bhattacharyya, *Epigraphia Indica*, 291.

২১ S. C. Bhattacharya, *Ancient Indian History*, 69, ll. 35-39.

২২ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, ২/৩১/১।

২৩ *প্রাগুক্ত*, ২/৩০/১।

২৪ নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপি, ১ম মহীপালের বাণগড় লিপি, ভোজবর্মণের বেলাভ লিপি ও শ্রীচন্দ্রের রামপাল লিপি।

২৫ ধর্মপালের খালিমপুর লিপি।

২৬ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, ২.২৮.১।

২৭ *প্রাগুক্ত*, ৪৪২।

২৮. *প্রাগুক্ত*, ৪৩১।

২৯. সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), (চট্টগ্রাম: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯০), ৬১।

৩০ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, ১৬৯, ২.৩.১।

৩১ *মনুসংহিতা*, ৭/৭০।

৩২ *প্রাগুক্ত*, ৭/১১৪।

৩৩ P. N. Bhattacharyya, *Epigraphia Indica*, 291.

৩৪ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 215.

৩৫ R. C. Majumder, *The History of Bengal*, Vol. 1, (Dhaka: The University of Dacca), 1963, 279.

৩৬ D. C. Sircar, *Indian Epigraphical Glossary*, (Delhi: Motilal Banarsidass, 1966), 20.

৩৭ Ryosuke Furui, *Land and Society in Early South Asia: Eastern India 400–1250 AD* (New York: Routledge, 2020), 135.

৩৮ Sen, *Inscriptions of Bengal*, 538.

৩৯ রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, ৩৩৬।

৪০ Sircar, *Glossary*, 155.

৪১ *মনুসংহিতা*, ৭/১১৮।

৪২ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, ১৫৬, ২.১.১।

৪৩ *মনুসংহিতা*, ৭/১১৫।

৪৪ *প্রাগুক্ত*, ৭/১১৫।

৪৫ শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায়, *ঢাকার ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতা: শ্রীশশিমোহন রায়, ১৩২২ বঙ্গাব্দ), ৪৭৩।

৪৬ রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, ১৯৮।

৪৭ বসাক, *প্রবাসী*, ৮৮৬।

৪৮ ধর্মপালের নালন্দা লিপি, দেবপালের মুঙ্গের লিপি প্রভৃতি।

৪৯ নারায়ণপালের ভাগলপুর লিপি, ১ম মহীপালের বাণগড় লিপি, মদনপালের মনহলি লিপি প্রভৃতি।

৫০ R. C. Majumder, *The History of Bengal*, 277.

৫১ Vogel, *Chamba State*, 122.

৫২ বসাক, *প্রবাসী*, ৮৮৭।

৫৩ Sen, *Inscriptions of Bengal*, 550.

৫৪ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 167, ll. 33.

৫৫ *Epigraphia Indica*, Vol. XIV, 327, l. 33.

৫৬ Sircar, *Glossary*, 92.

৫৭ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, *গৌড়লেখমালা*, (রাজশাহীঃ বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি), লাইন ৬৮-৬৯।

৫৮ Hirananda Shastri, 'The Nalanda Copper-plate of Devapaladeva', *Epigraphia Indica*, Vol. XVII, 326, v. 23

৫৯ বসাক, *প্রবাসী*, ৮৮৫।

৬০ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, প্রথম খণ্ড, ২.৭।

৬১ Sircar, *Glossary*, 137.

৬২ *প্রাগুক্ত*, ১৬৩।

৬৩ R. C. Majumder, *The History of Ancient Bengal*, (Calcutta: G. Bharadwaj & CO, 1971), 314.

৬৪ মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১), ৭ম অধিকরণ।

৬৫ *প্রাগুক্ত*, ১৯০-১৯১, ৭.১.২।

৬৬ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 351.

৬৭ *Ibid.*, 352, l. 16.

৬৮ শাস্ত্রী, *অর্থশাস্ত্রম্*, দ্বিতীয় খণ্ড, ৯.১।

৬৯ *প্রাগুক্ত*, ৪১৩, ৯.১.৫।

৭০ Mukherji and Maity, *Bengal Inscriptions*, 217, l. 56.

৭১ বসাক, *প্রবাসী*, ৮৮৭-৮৮৮।

৭২ Ranabir Chakravarti, 'State Information and Polity', in Abdul Momin Chowdhury and Ranabir Chakravarti (eds.), *History of Bangladesh: Early Bengle in Regional Perspective (up to c. 1200 CE), Vol. 1*, (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2018), 889.

৭৩ সুকুমার সেন, *বঙ্গভূমিকা* (কলকাতাঃ ইস্টার্ন পাবলিশাস, ১৯৫৮), ১০৪, পাদটীকা ১।